ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা কী ও কেনো

সড়ক পরিবহন তথা গণপরিবহন ব্যক্তিগত যানবাহন, মালবাহী গাড়ি ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার যানবাহন সুশৃঙ্খল ও আইনসম্মত চলাচল নিশ্চিতকরণের পরিকল্পনা, নিয়ন্ত্রণ ও বাস্তবায়ন করার সমন্বিত কার্যক্রম হলো ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা। এর মূল দায়িত্ব পালন করে ট্রাফিক পুলিশ।

বর্তমান সময়ে প্রতিনিয়ত ঘটে নানা ধরনের দুর্ঘটনা। প্রায় দুর্ঘটনার পেছনে রয়েছে অসচেতনতা আর অসতর্কতা। সকলেই একটু সতর্ক আর সচেতন হলেই রক্ষা পাওয়া যায় দুর্ঘটনার হাত থেকে। সড়কে গাড়ি চলাচল নিয়ন্ত্রণ, গাড়ির চালক ও মালিকের দায়বদ্ধতা সৃষ্টি করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে রয়েছে মোটরযান আইনের বিভিন্ন বিধান। দেশে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত বিভিন্ন আইন ও বিধি রয়েছে, এর মধ্যে সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ অনুসারে মূলত ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে পরিচালিত হয়।

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা কেনো

- সড়ক নিরাপত্তার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন করা
- যানবাহন চলাচলের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা
- বিভিন্ন ধরনের যানবাহনের চালকদের ট্রাফিক আইন মেনে চলতে উদ্বুদ্ধ ও বাধ্য করা
- সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা
- যানবাহনের চালক ও পথচারীদের নিরাপত্তামূলক বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা
- সড়কপথে শৃঙ্খলা বজায় রাখাসহ যানজট নিরসন, জরুরি যানবাহনের যেমন- অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিসের গাড়ির নির্বিঘ্নে চলাচল নিশ্চিত করা।

ট্রাফিক বিষয়ক সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে করণীয়

* ট্রাফিক আইন ও সড়কে শৃঙ্খলা বিষয়ে জনগণকে সচেতন করতে লিফলেট বিতরণ, পোস্টার ও ব্যানার টাঙানোর মাধ্যমে পথচারী ও চালকদের সচেতন করা।
* প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে ট্রাফিক সচেতনতামূলক লেখা প্রচার করা।
* ট্রাফিক সচেতনতামূলক নাটিকা, ফুটেজ, ইলেকট্রনিক মিডিয়াসহ বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা।
* ট্রাফিক আইনের সঠিক ব্যবহার এবং মানার বিষয়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করার বিষয়ে এবং সচেতনতা সৃষ্টিতে নিয়মিত সভা, সেমিনার সিম্পোজিয়াম আয়োজন করা।
* প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক শিক্ষার সকল স্তরে ট্রাফিক আইন, ট্রাফিক সুরক্ষা, ট্রাফিক আইনের যথাযথ প্রয়োগ ও সচেতনতা সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত রাখা।
* যুব প্রশিক্ষণে জীবনদক্ষতা ও যুব কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ট্রাফিক সচেতনতা বিষয়ে প্রতিটি ট্রেডের পাঠ্যক্রমে আলাদা বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত রাখা।
* যুব সংগঠনগুলোর মাধ্যমে সারা বছরব্যাপী ট্রাফিক সচেতনতা বিষয়ক প্রচারাভিযান পরিচালনা করা।
* "নিজের নিরাপত্তা সর্বাগ্রে" (Safety First) বিষয়টি নিয়ে জনমত গড়ে তোলা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কর্মই জীবন

যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ

কোর্সের মেয়াদ: ২ (দুই) দিন।
কোর্সে অংশগ্রহণকারী: ১৮-৩৫ বছর বয়সী যুব।
ব্যাচ প্রতি প্রশিক্ষণার্থী: ৩০০ জন।
কোর্সে অংশগ্রহণকারীর মোট সংখ্যা: ২১০০ জন।

পটভূমি

আধুনিকযুগে সড়ক দুর্ঘটনার খবর শুনেই আমাদের ঘুম ভাঙে। কিন্তু একটুখানি সচেতনতা আর যুগোপযোগী মোটরযান আইনের যথার্থ বাস্তবায়নে বেঁচে যেতে পারে অনেক মূল্যবান প্রাণ। ছাত্রজনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ফলে বর্তমান উপদেষ্টা পরিষদের নেতৃত্বে নতুন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার দেশের সকল সেক্টরে ইতিবাচক পরিবর্তন এনে দিচ্ছে। কিন্তু, বর্তমানে দেশের ট্রাফিক ব্যবস্থা যথেষ্ট নাজুক অবস্থায় আছে। কিন্তু ছাত্র-জনতা ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় বিশেষ পরিবর্তন সাধন করেছিল। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় সংস্কার ও পরিবর্তন এবং সামাজিক সচেতনতা জরুরি। ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাকে আরো আধুনিক এবং জনবান্ধব করার জন্য ছাত্র-যুবকে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান প্রয়োজন। সেই লক্ষ্যে ১৮-৩৫ বছর বয়সী প্রতি ব্যাচে ৩০০ জন হিসেবে মোট ২১০০ জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণে ২ (দুই) দিন মেয়াদি ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ে এক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

উদ্দেশ্যসমূহ

১. ছাত্রজনতার বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের ফলে নতুন বাংলাদেশ গড়ার অঙ্গীকার বাস্তবায়নে সকল সেক্টরের ন্যায় ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতায় ইতিবাচক পরিবর্তন সাধন;
২. ট্রাফিক ব্যবস্থাপনাকে আরো আধুনিক এবং জনবান্ধব করার জন্য ছাত্র-যুবকে ট্রাফিক আইন সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা প্রদান;
৩. সেই লক্ষ্যে ১৮-৩৫ বছর বয়সী ২১০০ জন ছাত্র-যুবকে ২দিন মেয়াদি ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান।

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়

প্রধান কোর্স উপদেষ্টা : মহাপরিচালক (গ্রেড-১),
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
কোর্স পরিচালক : পরিচালক (প্রশিক্ষণ),
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।
কোর্স কো-অর্ডিনেটর : উপপরিচালক (প্রশিক্ষণ-১),
যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, ঢাকা।

ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক ২(দুই) দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কোর্স

স্থান: জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ (এনএসসি) মিলনায়তন, ঢাকা।

প্রশিক্ষণের সময়সূচি

১ম দিন

নং	সময়	বিষয়	রিসোর্স পার্সনের নাম	স্থান
১	সকাল ৮:৩০-৯:৩০টা	অংশগ্রহণকারীগণের রেজিস্ট্রেশন	দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা-কর্মচারী	এনএসসি মিলনায়তন
২	সকাল ৯:৩০-১০:০০টা	প্রশিক্ষণ উদ্বোধন	মাননীয় উপদেষ্টা, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়	এনএসসি মিলনায়তন
৩	সকাল ১০:০০-১০:৪৫টা	প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ধারণা প্রদান	মহাপরিচালক (গ্রেড-১), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	এনএসসি মিলনায়তন
৪	সকাল ১০:৪৫-১১:৩০টা	ট্রাফিক আইন সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা	অতিথি বক্তা	এনএসসি মিলনায়তন
সকাল ১১:৩০-১১:৪৫টা চা বিরতি				
৫	সকাল ১১:৪৫-১২:৩০টা	ট্রাফিক আইনের প্রয়োগ ও শাস্তি	অতিথি বক্তা	এনএসসি মিলনায়তন
৬	দুপুর ১২:৩০-১:১৫-টা	চালক,সহকারি ও কন্ডাকটরের যোগ্যতা ও অপরাধের শাস্তি	অতিথি বক্তা	এনএসসি মিলনায়তন
দুপুর ১:১৫-২:৩০টা মধ্যাহ্ন বিরতি				
৭	বেলা ২:৩০-৩:১৫টা	রাস্তা পারাপারের সাধারণ নিয়ম ও নাগরিক দায়িত্ব	অতিথি বক্তা	এনএসসি মিলনায়তন
৮	বিকেল ৩:১৫-৪:০০ টা	ট্রাফিক ব্যবস্থাপনায় স্বেচ্ছা সেবা ও যুবদের করণীয় ও সামাজিক সচেতনতা	পরিচালক (প্রশিক্ষণ), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর/ অতিথি বক্তা	এনএসসি মিলনায়তন

৪:০০-৪:৩০ চা বিরতি ও ১ম দিনের সমাপ্তি

২য় দিন

নং	সময়	বিষয়	রিসোর্স পার্সনের নাম	স্থান
১	সকাল ৯:৩০-১০:০০টা	পূর্বদিনের সেশনের পুনরালোচনা	কোর্স কোঅর্ডিনেটর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর	এনএসসি মিলনায়তন
২	সকাল ১০:০০-১০:৪৫টা	বয়স্ক ব্যক্তি, মহিলা ও শিশু, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ব্যক্তিদের রাস্তা পারাপারে ট্রাফিকের করণীয়	পরিচালক (পরিকল্পনা), যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর/ অতিথি বক্তা	এনএসসি মিলনায়তন
৩	সকাল ১০:৪৫-১১:৩০টা	ট্রাফিক সিগনাল সম্পর্কে ধারণা, বাতির রং পরিচিতি ও রাস্তার লেন সম্পর্কে ধারণা	অতিথি বক্তা	এনএসসি মিলনায়তন
সকাল ১১:৩০-১১:৪৫টা চা বিরতি				
৪	সকাল ১১:৪৫-১২:৩০টা	দ্বিমুখী, চতুর্মুখী/ বহুমুখী রাস্তায় ট্রাফিক ব্যবস্থাপনা	অতিথি বক্তা	এনএসসি মিলনায়তন
৫	দুপুর ১২:৩০-১:১৫-টা	ট্রাফিক সিগনাল/রাস্তা পারাপার বিষয়ে সামাজিক সচেতনতা ও যুবদের করণীয়	পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর/অতিথি বক্তা	এনএসসি মিলনায়তন
দুপুর ১:১৫-২:৩০টা মধ্যাহ্ন বিরতি				
৬	বেলা ২:৩০-৩:১৫টা	রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয়	অতিথি বক্তা	এনএসসি মিলনায়তন
৭	বিকেল ৩:১৫-৪:০০ টা	সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টিতে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের ব্যবহার	পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর/অতিথি বক্তা	এনএসসি মিলনায়তন

৪:০০-৪:৩০ চা বিরতি ও প্রশিক্ষণের সমাপ্তি